উপদেশ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৫. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা - ১

মহান আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ‘এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর’ (আহযাব ৩৩/৪২)। তিনি অন্যত্র বলেন, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ‘অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আনুগত্যের মাধ্যমে ও অকৃতজ্ঞ হয়ো না অবাধ্য হয়ে’ (বাক্বারাহ ২/১৫২)। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ‘তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! আমার জন্যে কোন নির্দশন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না; আর স্বীয় প্রভুকে বিশেষভাবে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর’ (আলে ইমরান ৩/৪১)।

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিনয় প্রকাশ করা। আর প্রার্থনা করতে এগুলি চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়। এজন্য দো‘আ হচ্ছে ইবাদতের মূল। আল্লাহর নিকট দো‘আ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ‘তোমরা আমার নিকট দো‘আ কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব’ (গাফির ৬০)।

অন্যত্র তিনি বলেন,وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ‘আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (আপনি মানুষকে বলুন) আমি বান্দার নিকটে রয়েছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে’ (বাক্বারাহ ২/১৮৬)।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, অতীব বিনয়ের সাথে এবং অতীব গোপনে’ (আ‘রাফ ৭/৫৫)। মানুষ সবকিছুই তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ‘তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয় নম্র ও ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর [(হে নবী (ছাঃ)] তুমি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না’ (আ‘রাফ ৭/২০৫)।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়’ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বাংলা মিশকাত হা/২১৪৫)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট হোক, বড় হোক সবকিছু আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নত। মানুষের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন। মানুষ চাইলে আল্লাহ দান করেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বড় মাধ্যম প্রার্থনা করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ۔

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘গোনাহর কাজের দো‘আ না করলে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ না করলে কিংবা দো‘আতে তাড়াতাড়ি না করলে বান্দার দো‘আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো‘আ করেছি, আমি ঐ দো‘আ করেছি, কৈ আমার দো‘আ তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে এবং দো‘আ করা ছেড়ে দেয়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাপ কাজের জন্য দো‘আ করলে কবুল হয় না। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো‘আ করলে তাও কবুল হয় না। আবার কবুল হয় না বলে অলসতা করা যাবে না এবং দো‘আ করা ছেড়ে দেয়াও যাবে না। আল্লাহ মানুষের দো‘আকে তিন ভাগ করেন। যথা (১) যা চায় তা দেয়া হয়। যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তা হতে রক্ষা পায়। (২) যা চায় তার চেয়ে বেশি দেয়া হয় কিংবা যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তার চেয়ে বড় বিপদ হতে রক্ষা করা হয়। তখন সে মনে করে আমার দো‘আ কবুল হল না। (৩) তার দো‘আর প্রতিদান পরকালে পাবে। তখন সে মনে করে তার দো‘আ কবুল হল না।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنْ وَلَكَ بِمِثْلٍ۔

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে যে দো‘আ করে সে দো‘আ কবুল করা হয়। তার মাথার পাশে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো‘আ করে নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, (আমীন) আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮; বাংলা মিশকাত হা/২১২৪)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো‘আ করা উচিৎ। অগোচরে দো‘আ বেশী কবুল হয়। কারণ এ সময় দো‘আ কবুল করানোর জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। ফিরিশতা উভয়ের জন্য সমান কবুল হওয়া কামনা করেন।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ۔

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের জন্য বদদো‘আ করো না। নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বদদো‘আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো‘আ করো না। কারণ তা কবুল হয়ে যায়’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯; বাংলা মিশকাত হা/২১২৫)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে কোন সমস্যার কারণে নিজের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। ছেলেমেয়েদের অন্যায়ের কারণে তাদের জন্য বদদো‘আ করাও জায়েয নয়। কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অর্থ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। কারণ কোন সময়

দো‘আ কবুল হয়ে যায়, তা বলা যায় না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8237

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন